দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

রমজান মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ দেয়ার আবেদন

সিয়াম সাধনার মাস রমজান— ধর্মীয় দিক দিয়ে এই মাসটি মুসলমানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মাসে অনেকেরই অন্ততঃপক্ষে কিছুটা ইবাদত-বন্দেগী করবার খেয়াল থাকে। অন্যদিকে সারা দিন রোজা রাখার পর কারো কারো শরীর এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াবার মত কর্মক্ষমতা থাকে না। এতে একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের মোটেই লেখাপড়া হয় না, অন্যদিকে শিক্ষক-কর্মচারীদেরও ভোগান্তি বাড়ে। এই সমস্ত চিন্তাভাবনা করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রমজান মাসে বন্ধ রাখা হয়। বিগত ২৯-১১-৯৮ তারিখে জেলা শিক্ষা অফিসার, হবিগঞ্জ স্মারক নং-৬৮৫৬/৮ তাং ২৩-১১-৯৮ মোতাবেক সার্বিকভাবে বন্যার কারণে লেখাপড়া হয়নি বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা রাখার জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের টেলিফোনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, তা হয়তো হাতে গোনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে, বাকী ৩০করা নব্বই ভাগেরও বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্যার সময়ে পুরাদমেই লেখাপড়া হয়েছে। সামান্য কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্যাজনিত কারণে লেখাপড়া হয়নি বলে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুসলিম শিক্ষক কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী রমজানের রোজা রেখে অসুবিধা ভোগ করবে, তা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে খুবই দুঃখজনক ও অযৌক্তিক ব্যাপার বটে। কাজেই পবিত্র রমজানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার অমুসলিম রাষ্ট্রের অনুকরণীয় পূর্ব আদেশ বাতিল করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে চিরাচরিত নিয়মে বন্ধের সরকারী নির্দেশ অনতিবিলম্বে দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—সৈয়দ উবায়দুর রহমান,
সহঃশিক্ষক, বানিয়াচং সিনিয়র মাদ্রাসা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

॥ ২ ॥

পিটিআই ময়মনসিংহে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে আমরা অধিকাংশই মুসলমান এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত বিধায় হোটেল বা আশপাশে অবস্থান করে প্রশিক্ষণ ক্লাসে অংশগ্রহণ করে আসছি। পবিত্র রমজান মাসে পিটিআই খোলা রাখলে হোটেলে বা অন্যের বাড়ীতে অবস্থান করে রোজাসহ অন্যান্য বন্দেগী পালনে যেমনি অসুবিধা হবে, তেমনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফেলে আসা পরিবারের অন্য সদস্যগণের ও গৃহকর্তা-কর্ত্রীর অনুপস্থিতিতে খুবই অসুবিধা হবে। বিশেষ করে সেহ্‌রী ও ইফতারকালে অমানবিক কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে।

অতএব, মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে পবিত্র রমজান মাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন তথা মানবিক ও ধর্মীয় কারণে সদয় মনোভাব পোষণ করতঃ অনতিবিলম্বে ময়মনসিংহ পিটিআই বন্ধ ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সকল মুসলমানগণকে নির্বিঘ্নে পবিত্র মাসে সপরিবারে রোজাসহ যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী করার সুযোগ দানে বাধিত করতে আজ্ঞা হয়।

উল্লেখ্য যে, বিগত ভয়াবহ বন্যার সময়ও অত্র ময়মনসিংহ পিটিআই যথারীতি খোলা ছিল।

—পিটিআই ময়মনসিংহের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ (মুসলিম)।

॥ ৩ ॥

রমজান মাসে সাধারণত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। তবে শোনা যাচ্ছে, সরকার রমজান মাসেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রমজান মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি স্বভাবতই কম হবে। যারা উপস্থিত থাকবে, রোজা রেখে তারা শ্রেণী কক্ষে খুব একটা মনোযোগী হতে পারবে না। তাছাড়া রোজা রেখে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বক্তৃতাদান কষ্টকর। রোজা রেখে শিক্ষকরাও পড়াতে গিয়ে হয়তো ক্লান্তি বোধ করবেন। এতে শিক্ষাদানও সুষ্ঠু হবে না। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলেও শিক্ষার্থীদের খুব একটা কল্যাণ হবে না। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে গণতুষ্টি আর সুনাম অর্জনের আশাটা পূরণ হবার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। বরং গণরোষ ও দুর্নামের সম্ভাবনাটাই বেশী। কারণ, এদেশের জনগণ প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে রমজান মাসে খোলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অভ্যস্ত নয়। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে রমজান মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকে। সেখানে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থী অমুসলিম। তাই সেখানে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশে তা নয়। রমজান মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবেও ভ্রান্ত। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবেচিন্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন।

—রেহানা আহমেদ,
কাজলা, রাজশাহী।

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন